তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২......

যুগান্তর

চট্টগ্রামে আবাসন সংকটে হাজার হাজার শিক্ষার্থী

এমএ কাউসার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রামে বন্ধ রয়েছে নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাধিক আবাসিক হল। বিভিন্ন মেসে থাকার ক্ষেত্রেও রয়েছে পুলিশের কড়াকড়ি। বিভিন্ন মেসে শিবিরের গোপন বৈঠক, জেএমবির আস্তানা খুঁজে পাওয়ার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আবাসন সংকটে চরম বিপাকে পড়েছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। বিশেষ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ছাত্রদের চেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ছাত্রীদের। শিক্ষার্থী অনুপাতে চট্টগ্রামের ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী পাচ্ছে না আবাসন সুবিধা। এ সংকট দিন দিন বাড়ছে।

আবাসিক হল বন্ধ মেসে কড়াকড়ি

জানা যায়, চট্টগ্রামে ৩টি সরকারি ও ৭টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এ ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী রয়েছে এক লাখেরও বেশি— যার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসিক হলে বা মেসে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে নেয়। কিন্তু আবাসিক হল বন্ধ ও কড়াকড়ির কারণে মাত্র ১১ হাজার ৯০০ শিক্ষার্থী হল বা মেসে থাকতে পারছেন। সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৪ হাজার ২৮৩। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মাত্র ১২টি আবাসিক হল। এসব হলে আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে ৫ হাজার ১০৪ জন শিক্ষার্থী— যা মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ২১ ভাগ। এছাড়া নগরীর ৫টি সরকারি কলেজ হল— চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, সরকারি সিটি কলেজ, সরকারি কমার্স কলেজ, হাজী মোহাম্মদ মহসীন কলেজ ও চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ। এর মধ্যে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ১৬ হাজার— যার মধ্যে অর্ধেকই ছাত্রী। এ কলেজে আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য ৪টি হল থাকলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এসব আবাসিক হল বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। একই সময় থেকে বন্ধ আছে হাজী মোহাম্মদ মহসীন কলেজের ৪টি আবাসিক হলও। দুই কলেজের ৮টি আবাসিক হলে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী থাকত। সরকারি সিটি কলেজে অধ্যয়ন করছে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রায় ৪০ ভাগ ছাত্রী। অথচ ছাত্রীদের জন্য ১০৮ সিটের ১টি হল থাকলেও সেটিও বন্ধ রয়েছে। আবার সরকারি কমার্স কলেজের শিক্ষার্থী রয়েছে সাড়ে ৬ হাজার। ১০০ সিটের একটি ছাত্রী হোস্টেল থাকলেও সেটিও বন্ধ। এছাড়া চট্টগ্রামের একমাত্র সরকারি মহিলা কলেজটিতে ছাত্রী প্রায় ৮ হাজার।

জানা যায়, চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪টি হলে আবাসন সুবিধা পায় প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী। এছাড়া চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) ১২শ' শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮০০ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছে।

নগরীর চকবাজার, বাকলিয়া ডিসি রোড, উর্দুগলি, কাতালগঞ্জ দেবপাহাড়, সিরাজউদ্দৌলা রোড, কসমোপলিটন আবাসিক এলাকা ও চশমা হিল এলাকা, আগ্রাবাদ কমার্স কলেজের আশপাশ এলাকায় প্রচুর আবাসিক হোস্টেল ও মেস রয়েছে। কিন্তু পুলিশের কড়াকড়িতে এসব এলাকার অনেক মেস ও হোস্টেল বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট সম্পর্কে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. অনুপম সেন যুগান্তরকে বলেন, এ সংকট অনুধাবন করে আপাতত প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ১৬০ আসনের একটি ছাত্রী হোস্টেল খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বন্ধ থাকা হোস্টেল ও মেসও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলে দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।